International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-III, May 2026, Page No. 14-20
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.03W.318

বিমল করের ‘বরফসাহেবের মেয়ে’: মধ্যবিত্তের নৈতিক স্খলন বনাম এক নারীর অস্তিত্বের লড়াই

পূজা বর্মন
গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Received: 15.05.2026; Accepted: 19.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rejecting the perceptions and expectations of the three friends – Biru, Tinu, and Pachu – little Jini undergoes a profound transformation through her identity as Baraf Saheb's daughter. The three friends fail to accept this transformation as they are trapped in a decaying middle-class morality characterized by cowardice, possessiveness, and a lack of accountability. The golden days of childhood and adolescence, which once found harmony and fulfillment in Jini's presence, gradually lose their melodious rhythm. Experiencing the harsh realities of society, suffering, frustration, and failure, Jini emerges as a resilient seeker of self-identity, engaging in an intense existential struggle for survival. While she eventually attains a mature sense of womanhood through her labor and life choices, the three friends remain unwilling to acknowledge her journey towards selfhood. Their "moral responsibility" is revealed as a facade for patriarchal dominance and moral bankruptcy, failing to provide Jini with any real security during her crisis. The contrast between the innocent "little Jini" of the past and the self-aware woman she becomes creates a deep emotional and psychological divide that these men cannot bridge. Caught within the struggle for dominance and the moral decay of her companions, Jini ultimately gains recognition not as an independent individual in their eyes, but primarily through the imposed identity of "Baraf Saheb's daughter". This narrative reflects the patriarchal tendency to confine women within socially constructed identities, while Jini's ultimate triumph lies in her ability to establish her own existence and agency beyond these restrictive and hypocritical middle-class norms.

Keywords: Middle-Class Moral Decadence, Patriarchal Hypocrisy, Feminine Resilience, Psychoanalysis, Marginalized Agency, Socially Constructed Identity

পঞ্চাশের দশকে বাংলা ছোটোগল্পের বিপুল সাড়া পাই বিমল কর (১৯২১-২০০৩)-এর রচনায়। মোটামুটি চল্লিশের দশক থেকেই তাঁর গল্প রচনার প্রারম্ভিককাল বলা চলে। লেখক হবার বাসনা নিয়ে তিনি গল্প লেখেননি। সাহিত্যপাঠে, বন্ধুদের অনুরোধে এবং পরিবারে সাহিত্যের আবহাওয়া প্রচলিত থাকবার কারণেই তাঁর মধ্যে লেখবার আগ্রহ তৈরি হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন যে, ১৯৫২ সাল থেকে পেশাগতভাবে ছোটোগল্প রচনা শুরু করেন, এর আগে কেবলমাত্র শখের বশেই লিখতেন। চিরপরিচিত জগতের বিভিন্ন ঘটনার বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়েই প্রথম দিকের লেখাগুলি রচনা করেন। পরবর্তীকালে তত্ত্ব ও প্রতীকের ব্যবহার তাঁর গল্পে দেখতে পাই। সমকালীন পরিস্থিতির ছবি তাঁর গল্পে লক্ষ করা যায়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা মনোবিশ্লেষণও গল্পকার খুব সূক্ষ্মভাবে চরিত্রগুলির মাধ্যমে এঁকেছেন। মনোবিশ্লেষণের পরিপূরক হিসাবে গল্পে এসেছে অবচেতন মনের যাবতীয় বর্ণনা, প্রতীকধর্মিতা, নরনারীর সম্পর্কের বিচিত্রতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা,

অচরিতার্থ প্রেমতৃষ্ণা প্রভৃতি। ভাষা ও শব্দের সচেতন প্রয়োগের দার্শনিকতা, প্রকৃতিচেতনা, মৃত্যুভাবনা, ব্রাত্যচেতনা, প্রেমচেতনা, মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র, ধর্মভাবনা ইত্যাদি বিষয় তাঁর গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা দেয়।

আমাদের আলোচ্য 'বরফসাহেবের মেয়ে' (দেশ ১৯৫২) রচনায় লেখক একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির তিন বন্ধুর ভীরু স্বভাব, অন্যায্য অধিকারবোধ এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে প্রতিহিংসায় মেতে ওঠার কলুষিত রূপটি তুলে ধরেছেন। এর অন্যদিকে দেখিয়েছেন সমাজের অবহেলিত এক নারীর জীবনসংগ্রাম। নানা কষ্ট সহ্য করেও সে আপন নারীত্ব আর আত্মবিশ্বাসের জোরে জীবনে জয়ী হওয়ার এক অদম্য মানসিক লড়াই চালিয়েছে। ফ্ল্যাশব্যাকে বলা গল্পটি শুরু হয় এভাবে— "তাহলে একটা গল্প বলি, শোনো—"[১]। সমকালীন ধানবাদ মফস্বল শহরের বারো-তেরো বছরের তিন বন্ধু—বীরু, তিনু ও পাঁচু লজেন্স, টফি, বিস্কুট ইত্যাদি নিয়ে বরফসাহেবের মেয়ে জিনির কাছে উপস্থিত হত। শৈশবের দিনগুলি খুব সুন্দরভাবেই কেটে যায় তাদের। বরফসাহেবের সাথে আড্ডায়, খেলায়, খাওয়া-দাওয়ায় এক সুখের স্বর্গপুরীতে যেন তারা বাস করতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ, মাত্র এক দিনের জ্বরে বরফসাহেবের মৃত্যু জিনিকে সম্পূর্ণ একাকী করে দেয়। বরফকলের মালিক জিনিকে, বরফসাহেবের ঘর ছেড়ে দেওয়ার হুকুম জানায়। এমন সংকটময় পরিস্থিতিতেও তিন বন্ধুর বাড়ির আত্মীয়রা কেউই জিনিকে রাখতে সম্মত হলেন না। বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার ধর্মীয় পরিচিতি। তার গলার হারে ক্রশ ঝোলানো। বীরুর মা 'খেস্টান' মেয়েকে বাড়িতে রাখতে রাজি নয়, তিনুর ঠাকুমাও নাকি এক্কেবারে 'হাড়-জ্বালানো ছুঁচিবাই'; জিনিকে ঘরের চৌকাঠ মাড়াতে দেবে না। কথকের পরিবারও একইরকম।

চির পরিচিত বাসস্থান ছেড়ে বৃদ্ধা আয়ার সাথে জিনি পেসরানজী নামক এক পার্শীর পাউরুটি-বিস্কুট-কেক কারখানার একটা কুঠুরিতে থাকতে আরম্ভ করে। কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে বড়ো হতে থাকে সে। একদিন যে তিন বন্ধু প্রতিজ্ঞা করেছিল, বরফ সাহেবের না-থাকার দুঃখ জিনিকে পেতে দেবে না। এমনকি জিনির সমস্ত সমস্যার সমাধান তারা করবে সব রকম পরিস্থিতিতে। পরবর্তী সময়ে তাদের চোখেই জিনি 'অনেক নীচে নেমে গেছে'। কারণ, সে পাঁউরুটি কারখানায় 'ছোটোলোক'-দের ভিড়ে একসঙ্গে কাজ করে। ইদ্রিস, নুলোর মতো ব্যক্তিরা জিনিকে নিয়ে ইতর রসিকতা করে থাকে। লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে, ইদ্রিস বা নুলোর মতো নিম্ন মানসিকতার মানুষের লোলুপ দৃষ্টির সঙ্গে এই তথাকথিত 'ভদ্র' বন্ধুদের কোনো গুণগত পার্থক্য নেই। বরং তারা আরও বেশি বিপজ্জনক। কারণ, ইদ্রিসরা তাদের লালসাকে সরাসরি প্রকাশ করে। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই বন্ধুরা তাদের নীচতাকে ভদ্রতা ও শুভাকাঙ্ক্ষীর মুখোশ দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়। এরপর বিভিন্ন রকমের পেশাতে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে জিনি। ধানবাদ রেল ইনস্টিটিউটের সিনেমা হলের গেটকিপারের কাজ গ্রহণ করে সে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মুদ্রাস্ফীতির কারণে দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া হয়ে গেলে পুরুষের একার উপার্জনে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাড়ির মহিলারাও তাই এই সময় অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে উপার্জনে অংশগ্রহণ করা শুরু করেছিল। মূলত এই সময় থেকেই অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের মতো সিনেমা হলে চাকরি-ক্ষেত্রও তাঁদের জন্য খুলে যায়। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও বহু নারী আর অন্দরমহলে ফিরে যেতে পারেনি। আমাদের আলোচ্য গল্পে জিনির কর্মক্ষেত্রে যোগদান সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করায়। বিমল কর দেখিয়েছেন যে, যখন তার তথাকথিত 'ভদ্র' বন্ধুরা কর্মহীন অলস পরচর্চায় সময় কাটাচ্ছে, তখন জিনি নিজের যোগ্যতায় নিজের অন্নসংস্থান করে নিয়ে সেই পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের প্রতিস্পর্ধী হতে পেরেছে। কিন্তু এখানেও তাকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে দেয় না ওই তিন বন্ধু। যারা এককালে তাকে শৈশবের সুরে-ছন্দে আবদ্ধ দেখতে চেয়েছিল, তারাই যখন তাকে

কর্মক্ষেত্রে দেখে, তখন তাদের মধ্যবিত্ত অহমিকা প্রকট হয়ে ওঠে। শৈশবে জিনির সঙ্গে অনাবিল বন্ধুত্বে আবদ্ধ থাকলেও, যৌবনে পৌঁছে তাদের সেই সম্পর্ক, সংকীর্ণ অধিকারবোধ ও কুৎসিত ঈর্ষায় পর্যবসিত হয়। ফ্রয়েডের সূত্রানুযায়ী তখন তাদের মধ্যে ইগো সমস্যা, সন্দেহের বিষবাষ্প জমাট বাঁধতে শুরু করে। ফলস্বরূপ তিন বন্ধু জিনির চলাফেরার দিকে নজর দিতে থাকে। এমনকি অন্য পুরুষের সাথে যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হলে তাকে নষ্ট করে দেওয়ারও চেষ্টা করে।

তিন বন্ধু একত্রে জিনির সমালোচনা করলেও তাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্রভাবে জিনির প্রতি কৌতূহল ছিল।

> “ময়লা, রঙীন শাড়ি পরে, কোমর পর্যন্ত রুক্ষ চুলের এক বেণী ঝুলিয়ে জিনি যখন আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায়, আমরা তখন তার বাড়ন্ত দেহটাকে আড়চোখে লক্ষ করে জিনির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠি।”[২]

কিন্তু তারা অসহায় জিনিকে নিরাপত্তা বা আকাঙ্ক্ষার বাণীও শোনাতে পারেনি। বরং তারা জিনির স্বাধীনতা সংগ্রামে বারবার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। তিন বন্ধুর বিদ্রুপাত্মক সমালোচনায় একথা স্পষ্ট—

> “...ও কিছুতেই সাহেব-টাহেব নয়, এক্কেবারে লেড়িকুত্তার জাত। ময়ূরপুচ্ছ গুঁজে বসেছিল। এখন সব পুচ্ছ খসে গেছে।”[৩]

এইভাবে তারা একদিকে জিনির প্রতি সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা প্রদর্শন করে তাকে ‘লেড়িকুত্তার জাত’ বলে বিদ্রূপ করেছে। অন্যদিকে তার স্বনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করতে, সিনেমা অপারেটর সুখেন্দুর সাথে জিনিকে নিয়ে খারাপ অপবাদ করতে থাকে। এইভাবে ঈর্ষাকাতর, অপরিণামদর্শী, ভোগবিলাসী, ভীতু, ক্লীব মানসিকতার এই তিন বন্ধু নানা কৌশলে জিনির জীবনের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত হেনেছে। এমন আচরণের মাধ্যমে তাদের অপদার্থতা ও পরাজিত মানসিকতার ছবি স্পষ্ট হয়েছে। “আলবাৎ। আমাদের নয় তো কোন্ শালার”[৪]— জিনির প্রতি এমন দাবি করলেও, তার জন্য কোনো দায়িত্ব পালনে রাজি নয় তারা। উল্টে, তার ক্ষতি করার চক্রান্ত করতেই তাদের অধিক আগ্রহ। এভাবেই তারা জিনির কর্মসংস্থান নষ্ট করে তাকে বিপদে ফেলেছে। অথচ নিজেদের এই অপদার্থতাকে ঢাকতে তারা ‘মরাল রেসপনসিবিলিটি’ বা নৈতিক দায়বদ্ধতার অজুহাত তোলে। তাদের কোনো স্থির অভীষ্ট নেই, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের চাওয়া কী সেটাই তারা জানে না। অপরের ক্ষতি করে মধ্যবিত্তর নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের লোভকে খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত তাঁর ‘মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ’ প্রবন্ধে—

> “মধ্যবিত্তের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়েছে দেশের ভিতর।...এখানে দেখি অন্য এক অসঙ্গতি অথবা স্ববিরোধ। মধ্যবিত্তের এক প্রধান অবদান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ। অথচ মধ্যবিত্তই আবার নেতৃত্ব দিচ্ছে এমন সব দ্বন্দ্বে যেখানে সংঘবদ্ধ লোভ ও ক্ষমতাস্পৃহার কাছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরাস্ত।”[৫]

১৯৫৪-তে প্রকাশিত বিমল করের ‘বুদবুদ’ গল্পেও মধ্যবিত্ত ও তথাকথিত সভ্য সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার সেই একই অবনমন লক্ষ করা যায়। আলোচ্য গল্পের জিনির মতো ‘বুদবুদ’-এর বেলা মনডিয়ালও এক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী নারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে তার সাজানো জীবন তছনছ হয়ে যায়। বিদেশি সেনাদের দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার পরে তার স্বামী তাকে ত্যাগ করে। চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে প্রাণের তাগিদে সে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। পরবর্তী সময়ে পঙ্কজ বোস নামের এক সামরিক কর্মকর্তা বেলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেও তার অতীতের কথা শোনার সাথে সাথেই পিছু হটে। আসলে, বেলার স্বামী রবিন বা পঙ্কজ বোস— উভয়ই এক গোত্রের। তারা সভ্য সমাজের দোহাই দিয়ে নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখতে চায়। নারীর দেহগত বিশুদ্ধিকেই তার একমাত্র যোগ্যতা বলে মনে করে। ‘বরফসাহেবের মেয়ে’-র বন্ধুদের মতো

পঙ্কজ বোসও, বেলার জীবনে কোনো প্রকৃত আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা দিতে পারেননি। একটু উষ্ণ সমবেদনা বা স্বচ্ছ মানবিকতা যেখানে একজন বিপর্যস্ত নারীকে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে পারত, সেখানে এই সমাজ তাকে কেবল ঘৃণা ও উপেক্ষার মাধ্যমেই দেখেছে। লেখক দেখিয়েছেন যে, মধ্যবিত্ত বা সভ্য সমাজের পুরুষেরা মুখে বড়ো বড়ো বুলি আওড়ালেও প্রকৃতপক্ষে তারা নারীর অতীত-যন্ত্রণার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। তারা নারীকে কেবল একটি নির্দিষ্ট 'শুচিতা'-র মাপকাঠিতে বিচার করে। সেই বিচারে উত্তীর্ণ হতে না পারলে তাকে চরম অবজ্ঞা ও ঘৃণার সাথে পরিত্যাগ করে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ' গল্পসংকলন (১৩৬৭ ব.)- এর 'বারবধূ' গল্পটির কথাও। এই গল্পেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব অবিসংবাদিতভাবে চলে এসেছে। জমিদার প্রসাদ রায় পঞ্চীবিবি নামের এক দেহব্যবসায়ীকে রক্ষিতা হিসাবে নিজের বাংলোয় রাখলেও, সমাজের চোখে ধুলো দিতে তার সঙ্গে একটি ছদ্ম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তৈরি করে। পঞ্চীবিবি হয়ে যায় লতা। কিন্তু এই ছদ্ম সম্পর্কের মধ্যে থাকতে থাকতে লতা ধীরে ধীরে তার পুরোনো জীবন ভুলে যেতে থাকে। প্রসাদকে নিজের স্বামী হিসেবে মনে করা শুরু করে। কিন্তু প্রসাদের কাছে লতা ওরফে পঞ্চীবিবি পণ্যমাত্র, যাকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া যায়। তাইতো আভা নামের অপর এক মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে লতাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, হাতে গুঁজে দেয় একতাড়া নোট। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সমালোচক রিন্টু দাসের কথায়,

> "একদিকে সামন্ততান্ত্রিক স্বাধিকার-বোধ ও ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া অর্থনীতির স্বার্থসর্বস্বতা, অন্যদিকে লতার মতো বারবণিতাদের নিজের শ্রেণি থেকে বেরিয়ে আসার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার অসহায়তা— এই দুয়ের টানাপোড়েন গল্পটিকে শিল্প-সার্থকতা দান করেছে।"[৬]

আমাদের আলোচ্য গল্পের কথক পাঁচুদার কথায় 'মরাল রেসপনসিবিলিটির ভূত' তিন বন্ধুর ঘাড়ে চেপেছিল। তারই দৌলতে তারা জিনির উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। কিন্তু, তাদের ভাবনাকে নস্যাৎ করে বরফসাহেবের মেয়ে ছোট্ট জিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। সমাজ-সংসার, যন্ত্রণা-হতাশা, ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সে আত্মপরিচয়ের সন্ধানী হয়ে ওঠে। প্রকৃত নারীত্বে উপনীত হয়। এই উত্তরণকে তিন বন্ধু মেনে নেয়নি। কারণ এই দুই জিনির মধ্যে তৈরি হয় বিস্তর পার্থক্য। তিন বন্ধুর আধিপত্য ও অধিকারের লড়াইয়ে ছোট্ট জিনিই বরফসাহেবের মেয়ে হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কর্মসংস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে বাজারের মধ্যে খোলার চালা দেওয়া নোংরা গলিতে ঘর বেঁধে থাকতে শুরু করে সে। তিন বন্ধুর অধঃপতন চূড়ান্ত রূপ পায় গল্পের এই অংশে এসে। প্রতিহিংসা চরিতার্থতা করবার জন্য জিনিকে চাকরি থেকে উচ্ছেদ করেই তারা থেমে থাকেনি। অকারণ সন্দেহের বিষে আলুওয়ালা নন্দকে আহত করে জিনির বাড়িতে রেখে আসে। আর তাতেই নাকি তিন বন্ধুর 'নোবেল্ রিভেঞ্জ' চরিতার্থ হয়। আখ্যানের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে গল্পের শেষে, যখন জিনি আলুওয়ালা নন্দকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিশিষ্ট আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী থর্স্টেইন ভেবলেন তাঁর 'The Theory of the Leisure Class' (১৮৯৯) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, কোনো সমাজে যখন সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকেই 'ভদ্রলোক' বা উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এক ধরনের প্রবল আর্থিক প্রতিযোগিতা বা 'Pecuniary Emulation' শুরু হয়। এর মূল লক্ষ্য কেবল জীবনধারণ নয়, তা হয়ে দাঁড়ায় নিজের সম্পদ প্রদর্শনের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হীন প্রমাণ করা। এই শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য তিনি কায়িক শ্রমকে চরম অবজ্ঞার চোখে দেখেন। কারণ শ্রম করা মানেই হল, সে ব্যক্তি পরাধীন এবং আর্থিকভাবে দুর্বল।[৭] ব্যক্তিগত মালিকানা প্রসঙ্গটি এই গল্পের ক্ষেত্রে তেমনভাবে প্রাসঙ্গিক না হলেও, উক্ত গ্রন্থ পড়ে আমরা বুঝি, 'ভদ্রলোক' সাজার এই ব্যাকুলতা আসলে এক ধরনের মানসিক প্রতিযোগিতা। সেখানে অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজের

শ্রেষ্ঠত্বকে জাহির করা হয়। তিন বন্ধুও তাই জিনিকে 'বরফ সাহেবের মেয়ে'— এই গৌরবময় পরিচয়কে বজায় রেখে এই বিয়ে ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দিতে চায়।

> "বরফসাহেবের মেয়ে জিনি, যার পায়ের নখের যুগ্যি নয় নন্দ। তাকে সে বিয়ে করবে? কেন? বিয়ে করার মতো আর ছেলে নেই নাকি?"[৮]

'কর্তব্য'-বোধের তাড়নায় বিয়ের দিন জিনিকে কথাটা বলেই ফেলে বীরু। নন্দর সঙ্গে তাকে নাকি মানায় না।

> "হাজার হোক, নন্দ একটা থার্ড ক্লাস আলুওলা। কি তার স্ট্যাটাস? ভদ্রসমাজে ওর জায়গা নেই।"[৯]

এত নৈতিকতার ফুলঝুরি যাদের মুখে, সেই তিন বন্ধু জিনির বিবাহকে ব্যাহত করতে না পেরে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যায়। পরক্ষণেই আবার লুকিয়ে ফিরে আসে এক বর্বরোচিত কৌতূহল নিয়ে। লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে অত্যন্ত নীচ মানসিকতার এই তিনটি চরিত্র অন্যের সম্পর্কে যে অশ্লীল ও অন্যায় মূল্যায়ন করেছিল, তা শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদের চরিত্রের ওপরই বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার এই অবনমন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, তা শ্রেণিগত স্বার্থপরতা এবং পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদের এক ক্লেদাক্ত বহিঃপ্রকাশ। বিমল কর এখানে মধ্যবিত্ত সমাজের সেই হীনম্মন্যতাকেই আক্রমণ করেছেন। যেখানে দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা নেই, কিন্তু অন্যের পতন দেখে আনন্দ পাওয়ার এক বিকারগ্রস্ত মানসিকতা বিদ্যমান।

জিনি এই সম্পর্ককে দেখেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। স্ট্যাটাসহীন, মদ্যপায়ী নন্দ তথাকথিত ভদ্র সমাজের কাছে থার্ড ক্লাসের লোক বলে পরিচিত হলেও জিনির চোখে সে ছিল সেই মানুষ, যে তাকে দায়বদ্ধতা ও নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এটি ছিল বীরু, তিনু ও পাঁচুদের প্রতি জিনির চূড়ান্ত চপেটাঘাত। কারণ, তারা ছিল দায় গ্রহণে ভীতু এবং ক্লীব মানসিকতার অধিকারী। জিনির কথায়, নন্দ সুদর্শন পুরুষ না হলেও তার সুন্দর মন আছে, ভালোবেসে জিনির দায়িত্ব নেওয়ার শক্তিও তার আছে। তাই জিনি তিন বন্ধুকে স্পষ্টভাবে জবাব দেয়— "ভদ্রসমাজে জায়গা তো আমারও নেই।"[১০] তার এই উক্তি প্রমাণ করে যে, সে সমাজের কৃত্রিম ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলে নিজের সত্যকে গ্রহণ করেছে।

গল্পের নামকরণও কিছুটা প্রতীকধর্মী। প্রথম থেকেই বরফসাহেরের মেয়ের নাম 'জিনি' একথা জানানো হয়েছে। সমগ্র গল্পে 'জিনি' নামের সর্বত্র ব্যবহারও লক্ষিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গল্পের নাম জিনি হয়নি; হয়েছে, 'বরফসাহেবের মেয়ে'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের নামকরণ বিষয়ক অভিমতটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

> "গল্প জিনিসটাও রূপ; ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রিয়েশন। আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেখানে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। 'বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামে কোনো দোষ নেই। কেননা ও নামে গল্পের কোনো ব্যাখ্যাই করা হয় নি।"[১১]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, রচনার ব্যঞ্জনা যে নামের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, সেটিই শিল্প-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নামকরণ। জন্মসূত্রে আমরা কারো কন্যা, পুত্র, মাতা, স্ত্রী, পিতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করি। এমনকি বড়ো হওয়ার সাথে সাথে আমাদের একটি নির্দিষ্ট নামের সাথে পরিচয় করানো হয়। কিন্তু, শুধু এটাই বড়ো পরিচয় নয়। প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব পরিচয় হওয়া দরকার। এখানে জিনিকে তার নিজের নামে না ডেকে, 'বরফসাহেবের মেয়ে' বলা হচ্ছে। নামটি কেবল একটি পারিবারিক পরিচয় নয়, এটি জিনির হারানো আভিজাত্য, সামাজিক মর্যাদা এবং একইসঙ্গে তার ট্র্যাজেডির একটি শক্তিশালী প্রতীক। নামকরণেই তাই

এর প্রতীকধর্মীতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শৈশবে জিনি যখন 'বরফসাহেবের মেয়ে' হিসেবে পরিচিত ছিল, তখন সেই পরিচয়টি ছিল তার সম্মান ও সুরক্ষার কবচ। কিন্তু, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নামটি তার মধ্যবিত্ত বন্ধুদের একতরফা অধিকারবোধের বহিঃপ্রকাশ হয়ে পড়ে। আবার এটাও সত্যি যে, জিনির প্রকৃত ধর্ম, জাতি, ভাষা কী সেটা কোথাও স্পষ্ট করা নেই। বরফসাহেব বিকৃত উচ্চারণে বাংলা বলতেন। জিনিও বাংলায় কথা বলত, সরস্বতী পুজা, দুর্গা পুজো, কালী পুজোতেও অঞ্জলি দিত, ঠাকুর দেখে বেড়াত। অন্যদিকে জিনির গলার সোনার মণিহারে একটি ক্রসও ঝোলানো ছিল। জিনি যে আদ্যপ্রান্ত একজন মানুষ, এটাই তার বৃহৎ পরিচয়। আর সেজন্যই গল্পকথক উপরিউক্ত প্রসঙ্গগুলো এনেছেন। দেখিয়েছেন, কোনো মানুষকেই ধর্ম, জাতি, ভাষা দিয়ে পৃথক করা যায় না।

জিনির এই উত্তরণ হল, এক অসহায় নিরাপত্তাহীন নারীর নিজের নারীত্ব ও ব্যক্তিত্বের জোরালো আবেদনের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার যন্ত্রণাময় অথচ সফল কাহিনি। শৈশব থেকেই নানান ভাঙাচোরা পঙ্কিল গলি পেরিয়ে জিনি সংগ্রামে জয়ী হয়ে উঠেছে। সময় উপযোগী সিদ্ধান্তে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজের বুদ্ধিতে টিকে থাকবার সংগ্রামে সে বিজেতা হিসেবে স্বীকৃত। পরচর্চা-পরনিন্দায় যখন তিন বন্ধু বিভোর, তখন জিনি নিজের কর্মসংস্থান খুঁজে নিয়েছে। সিনেমার অপারেটার সুখেন্দুর সাথে জিনির বন্ধুত্বেও তার ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু স্বার্থপর, ঈর্ষাকাতর, সন্দেহপ্রবণ, সমস্যাসঙ্কুল সমাজ তা ভাবেনি। বরং জিনিকে পুনরায় আশ্রয়চ্যুত করতে চেয়েছে। কিন্তু জিনি কখনোই অন্য পথ অবলম্বন করে অর্থ রোজগারের কথা মাথায়ও আনেনি। আলুওয়ালা নন্দকেই শান্তির নীড় হিসাবে বিবেচিত করেছে। তাকে বিবাহ করে জিনি কিছুটা আত্মপীড়নের সম্মুখীন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সমাজের কাছে এটিই একমাত্র কাম্য ছিল। জিনির এই ছোট্ট কাজই তাকে ব্যক্তিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেখানে ভদ্র সমাজে জিনির কোনো স্থান নেই, সেখানে ভদ্রতার মুখোশ পরা গোটা সমাজের কাছে তার কোনো চাওয়া-পাওয়াও নেই। আর তাই জিনি ধরাও দেয়নি। তার এই জয় আসলে সেইসব মধ্যবিত্ত পুরুষদের পরাজিত মানসিকতার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। 'মরাল রেসপনসেবলিটি'-র দোহাই দেওয়া তিন বন্ধু যেন এখানে সমগ্র সমাজের মুখোশ হয়ে এসেছে। সেই মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে বীভৎসতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, ঈর্ষাকাতরতাপূর্ণ মানুষের দল। সমাজের কাছে এ লড়াই জিনির আত্মস্বীকৃতি লাভের লড়াই। এক ব্রাত্য নারী হয়েও শেষ পর্যন্ত জীবনযুদ্ধে জয়ী হয় জিনি। কারণ সে জানত কীভাবে প্রতিকূলতার মাঝেও নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়।

তথ্যসূত্র:

১। বরফসাহেবের মেয়ে। বিমল কর। 'বিমল কর-এর বাছাই গল্প'। কলকাতা, মণ্ডল বুক হাউস, ১৩৭১ ব.,পৃষ্ঠা ২৯।

২। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৬।

৪। তদেব।

৫। মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ। অম্লান দত্ত। 'প্রবন্ধ সংগ্রহ'। আরতি সেন, গৌরকিশোর ঘোষ (সম্পা.), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৩২৬-৩২৭।

৬। দাস, রিন্টু। সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্প: প্রসঙ্গ জীবনদর্শন। আগরতলা, তুলসী পাবলিশিং হাউস, পৃষ্ঠা ৪১।

৭। Veblen, Thorstein, The Theory of the Leisure Class, Modern Library, New York, 1934, Page 22-34
৮। বরফসাহেবের মেয়ে। পৃষ্ঠা ৪৫।
৯। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭।
১০। তদেব।
১১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-রচনাবলী— নবম খণ্ড। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৮ ব., পৃষ্ঠা ৫৪৫।